সংবাদ

তারিখ 06 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেনি নীলফামারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো

প্রতিনিধি, কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী)

নির্ধারিত সময়ের ,মধ্যে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেনি নীলফামারীর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো। সময়সীমা শেষ হলেও জেলা শিক্ষা অফিসে ওয়েব সাইড তৈরি করার রিপোর্ট এসেছে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানের।

সূত্র জানায়, এই প্রথম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ওয়েব সাইড তৈরি. নির্দেশনা দেয়ায় ওয়েব সাইড তৈরি কারক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যস্ততা বেড়ে যায় কয়েকগুন। সাথে যোগ হয়েছে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চেষ্টা। বাধ্য হয়ে অনেকটা ভেবে চিন্তে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানগুলো।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান স্বাক্ষরিত পত্রে সকল বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কলেজ ও মাদরাসাসমূহে ডাইনামিক ওয়েব সাইড তৈরি করে গেল মাসের মে ৩০ তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরে তথ্য প্ররণের নির্দেশনা জারী করেন গেল এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে জেলার ২৮৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েব সাইড তৈরি করে চিঠি দিয়েছে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে। বিদ্যালয় দুটি হলো সৈয়দপুর উপজেলার আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ এবং সদর উপজেলার নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ। জেলায় ২৮৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৮১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯০টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৫০টি মাদরাসা রয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বিষয়টি একেবারে নতুন হওয়ায় বুঝে উঠতে সময় লাগছে। তাছাড়া নীলফামারী জেলাতে ওয়েব সাইড তৈরি কারক প্রতিষ্ঠান তেমন নেই। এক্সপার্টদের সাথে কথা বলে এবং ব্যয় হিসেব করে তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। যে দুটি প্রতিষ্ঠান ওয়েব সাইড তৈরি করেছেন তাদের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা। বিষয়টি নিশ্চিত করে নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল গাফ্ফার প্রকার ভেদে ওয়েব তৈরির ব্যয় কম বেশি হয় বলে তাকে জানিয়েছেন তৈরি কারক প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিরা। জানতে চাইলে নীলফামারী শহরের ছমির উদ্দিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক সুলতান আলী শাহ বলেন. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা তৈরি করতে পারিনি কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তৈরি কারক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তে ওয়েব সাইড তৈরি করা হবে অতিদ্রুত সম্পন্ন করা হবে বলেও জানান তিনি। একই কথা জানালেন পঞ্চপুকুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবুল হোসেন।

তিনি জানান, সময় আরও এক মাস বাড়ানো হয়েছে ওই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইড তৈরি করতে পারব। এজন্য তৈরি কারক প্রতিষ্ঠান খোঁজা হচ্ছে। নীলফামারী পঞ্চপুকুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফুজ্জামান জুয়েল বলেন, ওয়েব সাইড তৈরি করতে তৈরি কারক প্রতিষ্ঠানগুলো যে যার মত অর্থ দাবি করছে। ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করেছে তারা। এজন্য সাশ্রয়ী দামে যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিতে তার মাধ্যমে তৈরি করাবো আমার প্রতিষ্ঠানে। এজন্য তৈরি কারক প্রতিষ্ঠান খোঁজা হচ্ছে।

নীলফামারী জেলার শিক্ষার শহর হিসেবে দাবি করা সৈয়দপুর উপজেলারও একই অবস্থা। নামিদামি প্রতিষ্ঠান থাকলেও নির্ধারীত সময়ের মধ্যে তারাও তৈরি করতে পারেনি। মাত্র আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ তৈরি সংক্রান্ত চিঠি জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করলেও অন্য কেউ করেনি। তবে সৈয়দপুর লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আমিনুল হক জানান, আমরা অনেক আগেই প্রতিষ্ঠানের ওয়েব তৈরি করে রেখেছে এবং সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা রয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, প্রতিষ্ঠানসমূহে শেখা শেখানো অধিকতর ফলপ্রসূ করা এবং সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজস্ব ওয়েব সাইড তৈরি করার নির্দেশনা দেয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর। ওয়েব সাইড তৈরির অগ্রগতি বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান ওয়েব সাইড তৈরি করে দপ্তরে চিঠি দিয়েছে আর কোন প্রতিষ্ঠান দেয়নি। তবে নতুন করে সময় বাড়ানো হয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত কোন পত্র তার দফতরে আসেনি বলে জানান তিনি।